ইত্তেফাক

তারিখ 21/5/80
পৃষ্ঠা 137

খাল নয় মরণফাঁদ

বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার ৩নং জল্লা ইউনিয়নের উত্তর প্রান্তে পুরাতন জল্লপুর হাট হইতে সাহেবের হাট পর্যন্ত যে খালটি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খনন করা হইয়েছে তাহা আজ এই অঞ্চলের কৃষক সমাজ তথা মেহনতি মানুষের কাছে একটি মরণফাঁদে পরিণত হইয়াছে। খালটি কাটিবার সময় উক্ত জল্লা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব ও সদস্যবৃন্দ তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তাটিকে আরও উ চু ও মজবুত করিয়া ব াধেন। কিন্তু খালের পানিকে সংরক্ষণের জন্য উত্তর পার্শ্বের ভেড়িব াধের কথা মোটেই কল্পনা করেন নাই। যার পরিণতিতে খালে পানি ছাড়িবার সাথে সাথে উত্তর পার্শ্বের ভেড়ি বাঁধ তলাইয়া জল্লা ইউনিয়নের কিয়দংশ এবং গৌরনদী থানার রত্নপুর ইউনিয়নের বিশাল নিম্ন সমতল ভূমির একাংশ প্লাবিত হইয়াছে। গত ৩০-৪-৮০ ইং তারিখে মাননীয় এ,ডি,সি (উন্নয়ন) ও মহকুমা প্রশাসক সাহেবের পরিদর্শনকালে উক্ত খালের করুণ চিত্রটি তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয় এবং স্থানীয় জনগণ একথাও বারে বারে বলেন, উত্তর পাড়ের ভেড়ি বাঁধ ভালভাবে না বাঁধিয়া খাল ছাড়িয়া দিলে উত্তর অংশের নিম্নভূমি সম্পূর্ণ প্লাবিত হইবে। কিন্তু জনগণের কথা উপেক্ষা করিয়া খালটিকে ছাড়িবার আদেশ দেওয়া হয়। যার পরিণতিতে উত্তর অংশের নিম্নভূমির ফসল আজ প্লাবিত। উক্ত অঞ্চলের কৃষক সমাজ তথা মেহনতি মানুষ অতি কষ্টে বুকের রক্ত জল করিয়া তাদের কৃষি জমিগুলিকে ফসলে ভরপুর করিয়াছিল ; তাহা ধ্বংসের সম্মুখীন দেখিয়া কৃষকসমাজ আজ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। যদি অনতিবিলম্বে খালটি পুনঃ খননের দ্বারা উত্তর পার্শ্বের ভেড়িবাঁধ উ চু মজবুত করিয়া বাঁধিবার সুব্যবস্থা না করা হয় তবে বাদবাকী অঞ্চলটুকু আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্লাবিত হইবে। উক্ত অঞ্চলের জনগণ এই করুণ চিত্রটির বাস্তব রূপ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মহামান্য প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।

—মোঃ শাহজাহান সরদার ; সভাপতি, গৌরনদী থানা জনকল্যাণ সমিতি ; ২১৫, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

খাল খননের আবেদন

আমরা কালিয়াকৈর থানার স্থায়ী অধিবাসী। গত মৌসুমে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রেসিডেন্টের 'খাল খনন' বিপ্লবের ডাকে উদ্বুদ্ধ হইয়া গাজীপুর মহকুমাধীন কালিয়াকৈর থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত 'বংশী নদী'টি সুদীর্ঘ ছয় মাইল স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পুনঃখনন করি। ফলে পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় পনের শত একর জমি সারা বৎসর ফসলাদি উৎপাদনের আওতাধীনে আনা হয়। কিন্তু বর্তমানে নদীটির সাভার ও ধামরাই থানার আট মাইল এবং কালিয়াকৈর থানার আরও দুই মাইল সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া যাওয়ার ফলে দুই কূলে বসবাসরত কৃষকগণ পানি সেচের মাধ্যমে সারা বৎসর ফসলাদি উৎপাদন এমন কি উন্নতমানের যে কোন একটি ফসল উৎপাদনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। নদীটির এই দশ মাইল রাস্তা সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ব্যবসায়িক এলাকা যেমন সাভার, ধামরাই, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানের নদী পথের যাতায়াত ও যোগাযোগও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অত্র এলাকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ও নানা দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে। নদীটির এই দশ মাইল রাস্তা যদি পুনঃখনন করা হয় তাহা হইলে শিমুলিয়া (সাভার) 'ধান সোনা,' ভাড়ালিয়া, বাইশা কান্দা, (ধামরাই), ঢালজোড়া আটাবহ, শ্রীফলতলী, সূত্রাপুর প্রভৃতি (কালিয়াকৈর থানার ইউনিয়নের প্রায় তিন হাজার একর জমি সারা বৎসর উন্নতমানের ফসলাদি উৎপাদনের আওতায় আনা যাইবে। উপরন্তু সাভার, ধামরাই, কালিয়াকৈর, ধানতারা, মির্জাপুর প্রভৃতি ব্যবসায় কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ ও যাতায়াতেরও সুবন্দোবস্ত হইবে এবং বংশীর উভয়কূলের দরিদ্র বংশী সম্প্রদায়ও নদীতে সারা বৎসর মৎস্য শিকারের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া কৃষকদের মতই স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাইবে। এই ব্যাপারে মাননীয় বাংলাদেশ সরকারের আশু পদক্ষেপ কামনা করি।

—মোঃ আমির আলী, চেয়ারম্যান, ৭নং ঢালজোড়া ইউনিয়ন পরিষদ, কালিয়াকৈর, ঢাকা।